কেরুর পণ্যবোঝাই ট্রাকে ডাকাতি, দেড় লাখ টাকার মালামাল লুট

ঢাকা থেকে ফেরার পথে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ভিনেগার বোঝাই একটি পণ্যবাহী ট্রাকে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

এসময় ট্রাকচালকসহ পাঁচজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা ও মূল্যবান মালামালসহ প্রায় দেড় লাখ টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় সংঘবদ্ধ ডাকাতদল। এ ঘটনায় ট্রাকচালক বাবুল আক্তার সামান্য আহত হয়েছেন।

বুধবার (১৪ মে) রাত আনুমানিক ৩টার দিকে ঢাকা ওয়্যারহাউস থেকে ফেরার পথে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার হাসাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির চুয়াডাঙ্গা-উ-১১-০০১৮ নম্বরের পণ্যবোঝাই ট্রাকটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে একটি প্রাইভেটকার দিয়ে ট্রাকটির গতিরোধ করা হয়। পরে সংঘবদ্ধ ডাকাতদল ট্রাকচালক বাবুল আক্তার, ইসমাইল, জেলহক, জুলহাস ও আবুল কালামসহ পাঁচজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে।

এসময় ডাকাতরা তাদের কাছে থাকা নগদ ৩০ হাজার টাকা, চারটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, একটি স্বর্ণের আংটি ও গাড়ির চাবিসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। পরে ডাকাতদল নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর ৯৯৯ নম্বরে ফোন করা হলে শ্রীনগর হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে এবং লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারের আশ্বাস দেয়।

এ বিষয়ে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান প্রথমে জানান, বিষয়টি তাকে কেউ অবহিত করেনি। পরে খোঁজ নিয়ে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তিনি বলেন, “আমাদের কেরু অ্যান্ড কোম্পানির একটি ট্রাক ঢাকা থেকে ফেরার পথে ডাকাতির কবলে পড়েছে। তবে কোনো শ্রমিক গুরুতর আহত হয়নি।”

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ড: লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনিরুল মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে। গ্তকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে গাংনী বাজারের থানা মোড়স্থ মনিরুল মনোহারীর গুদামঘর থেকে ধোয়া বেরাতে দেখে বাজারের কয়েকজন ব্যক্তি। পরে বিষয়টি মনোহারীর মালিক মনিরুল ইসলামকে জানালে, তিনি এসে গুদামঘর খুলেন। এসময় দোকানের মালামাল পুড়তে দেখে স্থানীয় বামন্দী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকান্ডে আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানান, গুদামঘর মালিক মনিরুল ইসলাম।

কোটচাঁদপুরে ডাকাতি: ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার পাশপাতিলা গ্রামে অভিনব কায়দায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। অস্ত্রধারী ডাকাতরা বারান্দার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকাসহ ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, রাত আড়াইটার দিকে পাশপাতিলা গ্রামের আবুল হোসেন ধনীর ছেলে তরিকুলের বাড়ির প্রাচীর টপকে ৫/৬ জনের ডাকাতদল বারান্দার গ্রিল কেটে এবং লক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ডাকাতদল নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে কোনো চিৎকার করতে নিষেধ করে বলে যে বাড়িতে ইয়াবা আছে, এই অভিযোগের তদন্তের জন্য তারা বাড়িতে ঢুকেছে। পরে গৃহকর্তা তরিকুল ও তার স্ত্রী নাসরিনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ঘরের একটি কক্ষে নিয়ে চেতনানাশক স্প্রে দিয়ে অজ্ঞান করে। তরিকুলের শাশুড়িকে অন্য কক্ষে আটক রেখে তরিকুলের রুমের আলমারি থেকে স্বর্ণালঙ্কার যার মধ্যে আট আনা ওজনের ১টি স্বর্ণের চেইন, দেড় ভরি ওজনের স্বর্ণের হার, ২ ভরি ওজনের স্বর্ণের চুড়ি, ১২ আনা পরিমাণ এক জোড়া কানের দুল, ৪ আনার স্বর্ণের আংটিসহ প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ৯০ হাজার টাকাসহ ৭/৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নির্বিঘ্নে চলে যায়।

পরে তরিকুলের শাশুড়ি তাদের ডাকতে গিয়ে তরিকুল ও তার স্ত্রীকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পান। তিনি আশপাশের লোকজনকে ডেকে কোটচাঁদপুর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে দীর্ঘ সময়েও তারা স্বাভাবিকভাবে সুস্থ হতে পারেননি বলে স্বজনরা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, চুরির কায়দায় বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালঙ্কারসহ মালামাল নিয়ে গেছে বলে খবর পেয়েছি। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ৩টি দোকানের মালামাল পুড়ে ছাই

আলমডাঙ্গা পৌরসভার আনন্দধাম মোড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তিনটি দোকান পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে আগুন লাগে রথতলা এলাকার মৃত নরেন বিশ্বাসের ছেলে মন্টুর লন্ডি দোকানে। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে

পড়ে পাশের আরও দুটি দোকানে। দোকান দুটি হল হান্নান ডেকোরেশনের এবং অন্যটি রবি ফার্মেসি।

লন্ডি দোকান মালিক মন্টু জানান, “বেলা বারোটার দিকে দোকান বন্ধ করে কিস্তি দিতে বাড়িতে গিয়েছিলাম। একটু পরে দোকানে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় আমার কাছে মোবাইলে খবর আসে আমার দোকানে আগুন লেগেছে। ছুটে এসে দেখি সব পুড়ে ছারখার। প্রায় আড়াই লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখন আমি পথে বসে গেলাম। একটাও জিনিস অবশিষ্ট নেই।

পাশের দোকানদার হান্নান ডেকোরেশন মালিক হান্নান বলেন, “আমি দুপুরে খাবার খেতে বাড়ি গিয়েছিলাম। দোকানে তালা দিইনি। শুধু সাটার লাগানো ছিল। ফোনে জানতে পারি আগুন লেগেছে। এসে দেখি পাশের দোকানের আগুন আমার দোকানেও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় ২৫ হাজার টাকার ডেকোরেশনের কাপড় ও সিলিং পুড়ে গেছে।

পাশের ওষুধের দোকান মালিক রবি জানান, “আমি তখন বাড়িতে ছিলাম। স্থানীয়রা ফোনে জানায় দোকানে আগুন লেগেছে। দৌড়ে এসে দেখি পাশের লন্ডি দোকান পুরোপুরি পুড়ে গেছে। আমার দোকানের সিলিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিছু ওষুধও হয়তো নষ্ট হয়েছে। আনুমানিক ২০-২৫ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, “আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পানি ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। তবে দোকানগুলোর বেশিরভাগ মালামাল পুড়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আগুনের সূত্রপাত বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের মধ্যে ঘটনাস্থলে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা গেছে। জীবনের সকল সঞ্চয় হারিয়ে মন্টু এখন দিশেহারা। ক্ষতিগ্রস্ত তিন ব্যবসায়ীই প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গাংনীর সাহারবাটী বাজারের একটি দোকানে নগদ টাকা ও মালামাল চুরি

বাজারজুড়ে রয়েছে নৈশপ্রহরী, আছে সিসি ক্যামেরাও। এসব উপেক্ষা করে গাংনী উপজেলার সাহারবাটী বাজারের রকিবুল ইসলামের দোকানে নগদ টাকা ও মালামাল চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে। তবে বাজারের সিসি টিভি ফুটেজে চোর সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানান বাজার কমিটি।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো শনিবার সারাদিন ব্যবসা শেষে রাত সাড়ে ১০টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান দোকান মালিক রকিবুল ইসলাম। রবিবার ভোরে দোকান খুলতে এসে তিনি দেখতে পান দোকানের দরজার তালা ভাঙা, মালামাল এলোমেলো, ক্যাশবাক্সের তালাও ভাঙা।

দোকান মালিক রকিবুল ইসলাম জানান, ক্যাশবাক্সে নগদ দেড় লক্ষাধিক টাকা ও কয়েক কার্টন সিগারেট নিয়ে গেছে চোরেরা। পরে বিষয়টি বাজার কমিটির সদস্যদের জানালে তারা দোকানে ছুটে আসেন। এ সময় বাজারের সিসি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও দেখা হলে মুখোশ পরা এক ব্যক্তিকে দোকানের তালা ভাঙতে দেখা যায়। তবে মুখোশ পরা এবং উক্ত দোকানের সামনে ক্যামেরা না থাকায় চোরের উপস্থিতি ও তালা ভাঙার কিছু অংশ দেখা গেলেও তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বাজার কমিটির সভাপতি মইন জানান, আমরা বিষয়টি জানতে পেরে দোকানে গিয়েছি। তবে চোর সনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং এ বিষয়ে একটি ডায়েরি করার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, সাহারবাটী বাজারে চুরির বিষয়টি বাজার কমিটি জানিয়েছে। দোকান মালিক একটি জিডি করেছেন। চুরির সাথে জড়িতদের সনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

মহেশপুরে অবৈধ মাদক দ্রব্য, মালামাল ও সীমান্ত পারাপারকারী আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে অবৈধ মাদকদ্রব্য, চোরায় মালামাল এবং অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের আটক করেছে ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)।

রবিবার ৫৮ বিজিবি’র মিডিয়া সেলের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, বেলা ১১টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মাধবখালী বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৭০/৫-এস হতে আনুমানিক ১৬০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাধবখালী গ্রামের আম বাগানের মধ্যে হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামী বিহীন ৯৯ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া সকাল সাড়ে ৬টার সময় মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ উথলী বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৭২/১-এস হতে আনুমানিক ৫০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মানিকপুর গ্রামের মাঠের মধ্যে হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ২৫৭ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং ২ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

তাছাড়া গত ০৮ ফেব্রুয়ারি আনুমানিক ৩টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ জীবননগর বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মেইন পিলার-৬৪ হতে আনুমানিক ৬ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জীবননগর থানা মোড় হতে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ২২৩২ পিচ ভারতীয় চশমা এবং ৭৩ কেজি কারেন্ট জাল উদ্ধার করা হয়।

এছাড়াও আজ ৯ ফেব্রুয়ারি মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ পলিয়ানপুর এবং বাঘাডাংগা বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকা হতে নিয়মিত টহল পরিচালনার মাধ্যমে ১৯ জন বাংলাদেশী নাগরিককে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের অপরাধে আটক করা হয়।

আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মাণ বন্ধ, নষ্ট কোটি টাকার মালামাল

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের আন্তঃকোন্দল ও প্রতিহিংসার রাজনীতির রোষানলে পড়ে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মান কাজ বন্ধ হয়ে আছে। চার বছর আগে আদালতের আদেশে নির্মান করা বন্ধ হলেও ঝিনাইদহ পৌর কৃর্তপক্ষ আইনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

এদিকে ঝিনাইদহ পৌরসভার সুপার মার্কেটের নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার সম্পদ। সেই সাথে চলছে দখল বাণিজ্য। মার্কেটের সামনে রাতারিাতি দখল করে বিশেষ মহল গড়ে তুলেছে ২০টি দোকান। মার্কেটের কয়েক কোটি টাকার রডে জং ধরে মরিচা পড়ে গেছে।

ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৩০ মার্চ জাইকার অর্থায়নে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মান কাজ শুরু হয়। নির্মান কাজ চলা অবস্থায় ২০২০ সালের ৬ সেপ্টম্বর বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির মামলার (রিট পিটিশন নং ১২৪৪০/১৯) এর কারণে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার মার্কেটের নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়। বাদী পক্ষের দাবী মার্কেটের জায়গায় একটি পার্ক ছিল।

সেখানে বাচ্চারা খেলতো। বহুতল মার্কেট তৈরী হলে পরিবেশের ক্ষতি হবে। আদালত ৬ মাসের মধ্যে সিএস ৭৮৪ দাগে অবস্থিত রাস্তা ও মসজিদ ব্যাতিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য নির্দেশ দেয়। মামলার বিরুদ্ধে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসটি-এমইপি (জেভি) উচ্চ আদালতে আপীল করলে বিজ্ঞ আদালত স্থিতিতাবস্থা জারী করে। গত চার বছর ধরে একই অবস্থায় মামলাটি পড়ে আছে। মামলার কারণে ঠিকাদারের দেড় কোটি টাকার সম্পদ পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে সেসময় ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ছিলেন জেলা আওয়ামী

লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। মেয়র মিন্টুর সঙ্গে স্থানীয় এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, পৌর আ’লীগ নেতা বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস ও সাবেক যুবলীগ সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম ফোটনের বিরোধ থাকায় তারাই মুলত মার্কেট নির্মানের বিরুদ্ধে মামলার ইন্ধন যুগিয়েছে। কারণ হিসেবে পৌর নাগরিকরা মনে করেন, আ’লীগ নেতা ফোটনের “মকবুল প্লাজা” নামে একটি বহুতল ভবন নির্মানাধীন ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের সামনেই অবস্থিত। তার মার্কেটের সামনে এমন একটি অত্যাধুনিক সুপার মার্কেট নির্মিত হলে আ’লীগ নেতা ফোটনের ব্যবসা লাঠে উঠতে পারে এমন আশংকা থেকে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতিকে দিয়ে এই রিট পিটিশন করা হয় বলে শহরজুড়ে কথিত আছে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল উদ্দীন মঙ্গলবার বিকালে জানান, পৌরসুপার মার্কেটটি নির্মিত হলে শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেতো। সেই সঙ্গে বাড়তো পৌরসভার আভ্যান্তরীন আয়। তিনি জানান সুপার মার্কেটটি ছিল অত্যাধুনিক। আশপাশের কোন জেলায় এমন শপিংমল নেই। মার্কেটের ডিজাইনে ছিল ১১৯টি পার্কিং লট, চলন্ত সিঁড়ি, লিফট ও হাই পাওয়ারের জেনারেটর। ঝিনাইদহ সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাবেক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আহমেদ হোসেন জানান, উচ্চ আদালতে চলা মামলা নিম্পত্তি করে দ্রুত মার্কেটটির নির্মান কাজ শুরু করা হোক। সুপার মার্কেটটি নির্মিত হলে শহরের আভিজাত্যতা ফুটে উঠতো বলে তিনি মনে করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডেপুটি রেজিষ্টার আনোয়ার হোসেন জানান, রাজনৈতিক বিরোধের কারণে এমন একটি সৃষ্টি ধ্বংস করা ঠিক হয়নি। তিনি সুপার মার্কেটটির কাজ সম্পন্ন করার দাবী জানান।

ঝিনাইদহের তরুণ উদ্যোক্তা ফিরোজ আনোয়ার মাসুম জানান, আদালতের আদেশ মানতে হলে শুধু পৌর সুপার মার্কেটই নয়, আশপাশের বহু সরকারী স্থাপনা ভাঙ্গতে হবে। তারচে বরং পৌর কর্তৃপক্ষের উচিৎ হবে অন্য স্থানে একটি শিশু পার্ক তৈরী করে বিজ্ঞ আদালতের কাছ থেকে নতুন নির্দেশনা চাওয়া।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসটি-এমইপি (জেভি)’র পক্ষে এস এম বিল্লাহ রিন্টু জানান, সুপার মার্কেটটির নির্মান কাজ বন্ধ থাকায় তিনি প্রায় চার কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। দেড় কোটি টাকার নির্মান সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। এছাড়া কর্তনকৃত জামানতের টাকা ফেরৎ

পাননি। সব মিলিয়ি তিনি পৌরসভার কাছে সাড়ে চার কোটি টাকা পাবেন। একাধিকবার তিনি চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ তাকে এখনো বিল পরিশাধ করেননি। তিনি বিলের টাকা পেতে আদালতের দারস্থ হবেন বলেও জানান।